গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: Economic Acceleration and Resilience for NEET Youth (EARN) প্রকল্পের ইনোভেশন গ্র্যান্ট বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২৬

Economic Acceleration and Resilience for NEET Youth (EARN) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই (Not in Education Employment or Training-NEET)- এমন যুবক ও যুব নারীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ থেকে আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে সহায়তা দিতে গঠিত বিশেষ তহবিল 'ইনোভেশন ফান্ড' পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালা:

১। পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের NEET[১] যুবক ও যুব নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে EARN প্রকল্পের সাব-কম্পোনেন্ট ১.১-এর আওতায় 'ইনোভেশন ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের মোট লক্ষ্যমাত্রা কমপক্ষে ২৫,০০০ NEET যুবকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ, যার মধ্যে অন্তত ১৫,০০০ জন (৬০%) যুব নারী।

২। নীতিমালার উদ্দেশ্য

ইনোভেশন গ্র্যান্টের উদ্দেশ্য হলো যুবক ও যুব নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্ভাবনী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্প্রসারণযোগ্য উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করা। উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় 'ইনোভেশন গ্র্যান্ট' (IG) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টির কার্যকর ও উদ্ভাবনী মডেল চিহ্নিত করা এবং সফল উদ্যোগের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করা। পাশাপাশি মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আয় সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

৩। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গে ভিন্ন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

- **"EARN প্রকল্প"** অর্থ Economic Acceleration and Resilience for NEET Project;
- **"ইনোভেশন গ্রান্ট" বা "IG"** অর্থ EARN প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রদেয় অনুদান;
- **"উদ্ভাবন"** অর্থ এমন নতুন বা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত ধারণা, পদ্ধতি, প্রযুক্তি বা মডেলের প্রয়োগ ও প্রসার, যা বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানের মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টি করে। বাস্তবসম্মত ও সম্প্রসারণযোগ্য সমাধান যা যুবদের কর্মসংস্থানযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান অথবা উদ্যোক্তা হওয়ার সহজ প্রবেশাধিকার দেয়। এরূপ উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপট ইনোভেশন গ্রান্ট;
- **"NEET যুব"** অর্থ শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই এমন ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী বাংলাদেশি যুবক ও যুব নারী;
- **"প্রত্যক্ষ উপকারভোগী"** অর্থ এ নীতিমালার ১২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত পূরণকারী এমন যাচাইকৃত NEET যুবক বা যুব নারী, যিনি MIS-এ অনন্য পরিচিতি নম্বর (Unique ID)-সহ নিবন্ধিত এবং প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে সরাসরি সুবিধা গ্রহণ করেছেন;
- **"অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত"** অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান, স্ব-কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত ফলাফল সূচক অনুযায়ী MIS-এ যাচাইকৃত আয়;
- **"IGSC"** অর্থ ইনোভেশন গ্রান্ট নির্বাচন কমিটি;
- **"PMU"** অর্থ EARN প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট; এবং
- **"MIS"** অর্থ প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম।

---

[1] [1] নীট (NEET): (ক) শিক্ষা/প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় (Not in Education, Employment or Training): নিম্নোক্ত যেকোনো একটি শর্ত পূরণকারী ব্যক্তি, (১) কোনো পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক এবং/অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক, অনলাইন/অফলাইন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং/অথবা শিখন কার্যক্রমে ভর্তি নয়; (২) ভর্তি থাকা সত্ত্বেও জরিপের তারিখ পর্যন্ত বিগত ৬ (ছয়) মাসে কোনো শ্রেণি বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেনি; অথবা (৩) বাংলাদেশ সরকারের চাকরির প্রস্তুতিমূলক কোচিংয়ে ভর্তি ব্যক্তিকে এ সংজ্ঞার আওতায় শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে ভর্তি হিসেবে গণ্য করা হবে না। (খ) কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নয় (Not Employed): নির্ধারিত বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত এমন ব্যক্তি, যিনি নিম্নোক্ত সব শর্ত পূরণ করেন, (১) বিগত কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাসে মজুরি, নগদ অর্থ বা অন্য কোনো উৎস থেকে আয় বা মুনাফা নেই; (২) কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক বেতনভুক্ত কর্মসংস্থান বা চুক্তিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত নয়;(৩) কোনো নির্ধারিত পূর্ণকালীন, খণ্ডকালীন এবং/অথবা মৌসুমি পেশা নেই; এবং (৪) কোনো ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক বেতনভুক্ত কর্মসংস্থান বা চুক্তিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত থাকলেও বিগত ১ (এক) মাসে কোনো উপার্জন নেই এবং বিগত ৬ (ছয়) মাসে দৈনিক গড় উপার্জন ১ (এক) মার্কিন ডলারের কম।

৪। মূলনীতি ও অগ্রাধিকার

- উন্মুক্ত, প্রতিযোগিতামূলক, স্বচ্ছ ও যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ;
- উদ্ভাবনী, অন্তর্ভুক্তিমূলক, বাস্তবায়নযোগ্য, ফলপ্রসূ এবং সম্প্রসারণযোগ্য উদ্যোগে সহায়তা;
- নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার যুবদের অংশগ্রহণ;
- যুব কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বা সাশ্রয় এবং জলবায়ু সহনশীলতায় অবদান;
- মাইলফলক ভিত্তিক বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও অর্থছাড়; এবং
- MIS-ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ, প্রতিবেদন ও নিরীক্ষাযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ।

৫। লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী ও উপকারভোগী

Innovation Grant-এর আবেদন যাচাই, মূল্যায়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত যুব জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে—

(ক) শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় (NEET) এমন যুবক ও যুব নারী;

(খ) যুব নারী উদ্যোক্তা;

(গ) গ্রামীণ, প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার যুব;

(ঘ) সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র পরিবারের যুব;

(ঙ) প্রতিবন্ধী যুব;

(চ) হিজড়া জনগোষ্ঠীর যুব;

(ছ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর যুব;

(জ) জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার যুব;

(ঝ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত এমন এলাকার যুব; এবং

(ঞ) বিদ্যমান ক্ষুদ্র উদ্যোগকে উদ্ভাবনী, আয়বর্ধক ও টেকসই ব্যবসায় রূপান্তর বা সম্প্রসারণে আগ্রহী যুব উদ্যোক্তা।

প্রস্তাবিত উদ্যোগের প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের মধ্যে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করতে হবে।

প্রত্যেক প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর NEET অবস্থা এ নীতিমালার পাদটীকা-১-এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্ধারিত যাচাই ছকের মাধ্যমে (স্বঘোষণাপত্র, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি বা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার প্রত্যয়ন এবং NID / জন্মনিবন্ধন সনদ) নিশ্চিত করতে হবে। যাচাইবিহীন কোনো যুবকে লক্ষ্যমাত্রায় গণনা করা হবে না।

৬। প্রকল্প এলাকা

সুবিধাভোগী আবশ্যিকভাবে EARN প্রকল্পভুক্ত ২৫০ টি উপজেলার (তালিকা সংযুক্ত) অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৭। যোগ্য আবেদনকারী

সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিলের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।। এনজিও'র ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অথবা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। অন্য প্রতিষ্ঠানের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)সরকারী নিবন্ধন, লাইসেন্স ও আইনগত দলিল থাকতে হবে। যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রধান আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবের সামগ্রিক দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং অংশীদারদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোন ব্যক্তি আবেদনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

৮। গ্র্যান্টের আর্থিক সীমা, উপকারভোগী ও সময়সীমা

(ক) একটি প্রস্তাবের বাজেট ২ (দুই) কোটি টাকার কম এবং ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার বেশি হবে না।

(খ) ২ কোটি টাকার প্রস্তাবের আওতায় কমপক্ষে ১১৭৫ (এক হাজার একশত পঁচাত্তর) জন (৬০% নারী) এবং ৫ কোটি টাকার প্রস্তাবে কমপক্ষে ২৯৫০ (দুই হাজার নয়শত পঞ্চাশ) জন (৬০% নারী) NEET যুবকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

(গ) সকল নির্বাচিত প্রস্তাব মিলিয়ে কমপক্ষে ২৫,০০০ জন যাচাইকৃত NEET যুবকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে, যাদের মধ্যে অন্তত ১৫,০০০ জন (৬০ শতাংশ) নারী;

(ঘ) একই যুবক বা যুব নারী একাধিক প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হলেও লক্ষ্যমাত্রায় একবারই গণনা করা হবে; MIS-এর অনন্য পরিচিতি নম্বরের মাধ্যমে দ্বৈততা (duplication) যাচাই করা হবে;

(ঙ) কোনো প্রস্তাবের মেয়াদ নভেম্বর, ২০২৮ অতিক্রম করবে না;

(চ) ইনোভেশন গ্র্যান্টের আওতায় উপকারভোগীদের উপবৃত্তি বা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা যাবে না; এবং

(ছ) প্রাপ্য অর্থ, প্রস্তাবের মান ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় IGSC সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা নির্ধারণ করবে; এক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রস্তাবসমূহের সম্মিলিত লক্ষ্যমাত্রা কমপক্ষে ২৫,০০০ NEET যুব (যাদের মধ্যে নুন্যতম ১৫,০০০ জন নারী) নিশ্চিত করে, তা বিবেচনায় রাখতে হবে। ঝরে পড়া বা যাচাইয়ে বাদ পড়ার ঝুঁকি মোকাবিলায় IGSC প্রয়োজনে নির্দেশক ১০ শতাংশ অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা (বাফার) রাখতে পারবে।

৯। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দায়িত্ব

৯.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU)

PMU ইনোভেশন গ্র্যান্ট নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা, সহায়তা ও তদারকি করবে। নির্ধারিত মাইলফলক ও অর্থছাড়-সংশ্লিষ্ট সূচকের অর্জন পরিবীক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

৯.২ ইনোভেশন গ্র্যান্ট নির্বাচন কমিটি (IGSC)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে IGSC গঠিত হবে। প্রশাসনিক আদেশে কমিটির পূর্ণাঙ্গ গঠন নির্ধারিত হবে।

কমিটির গঠন:

- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (MoYS) থেকে ১ জন উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (DYD) থেকে উপ-পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
- EARN প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক / অথবা অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক;
- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) থেকে একজন প্রতিনিধি;
- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (DCCI) থেকে একজন প্রতিনিধি;
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি;
- আবেদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ

কমিটির কর্মপরিধি:

- পূর্ণমান ১০০। (নির্দেশক ন্যূনতম ওয়েটেজ কাঠামো: প্রাসঙ্গিকতা-২৫%, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা-২০%, অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা (Cost Benefit analysis- CBA)-২০%, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি-২০%, ফলাফল কাঠামো ও মাইলফলক-১৫%অনুসরণপূর্বক,);
- IGSC কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরিতে PMU-এর উপকমিটি (পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য) IGSC কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে তালিকা প্রণয়ন করবে; এবং
- IGSC সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে যথাযথ যৌক্তিকতাসহ চূড়ান্ত প্রস্তাব নির্বাচন করবে।
- কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো সদস্য কো অপট করতে পারবে।

১০। প্রস্তাব আহ্বান

সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত যোগ্যতা ও নির্বাচন মানদন্ডের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের শুরুতেই পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দাখিলের জন্য আহ্বান জানানো হবে।

(ক) প্রস্তাব আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে IGSC অনুমোদিত বিস্তারিত নির্দেশিকা, প্রস্তাবের নির্ধারিত ছক এবং মূল্যায়ন মানদন্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(খ) প্রস্তাব আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম, অনলাইন পোর্টাল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হবে;

(গ) EARN প্রকল্পের MIS সেল প্রস্তাব, উপকারভোগী, মাইলফলক, সম্মত কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সরাসরি পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

১১। প্রস্তাব দাখিল ও আবশ্যিক বিষয়াবলী

আগ্রহী আবেদনকারীরা নির্ধারিত অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিবন্ধন সনদ, লাইসেন্স, আর্থিক বিবরণীসহ প্রয়োজনীয় সব সহায়ক দলিল সংযুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দাখিল করবেন। প্রস্তাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) উদ্দেশ্য;

(খ) উদ্ভাবনী ধারণার বিবরণ (কী, কীভাবে, লিঙ্গভিত্তিক দিক এবং জলবায়ু-সংক্রান্ত সুফল);

(গ) ধারণাটি বাংলাদেশের অর্থনীতি, যুব কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বা সাশ্রয়ে কীভাবে অবদান রাখবে;

(ঘ) লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যায় নারীর অংশ, উপকারভোগীদের ঝুঁকিপ্রবণতা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি;

(ঙ) উপকারভোগী নিবন্ধন, NEET অবস্থা যাচাই ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, ত্রৈমাসিক নিবন্ধন পরিকল্পনা এবং সম্পৃক্তকরণ-পরবর্তী ফলোআপ পদ্ধতি;

(চ) পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রশমন পরিকল্পনা;

(ছ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা;

(জ) প্রকল্প এলাকার উপজেলাগুলোর নাম;

(ঝ) বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা;

(ঞ) প্রধান মাইলফলক;

(ট) সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা;

(ঠ) গ্যান্ট চার্টসহ বিস্তারিত আর্থিক বিভাজন ও মোট বাজেট;

(ড) প্রতিটি ইনোভেশন গ্র্যান্ট প্রস্তাবে বাংলাদেশের NEET যুবদের জন্য সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক সুফল, কার্যক্রম সম্প্রসারণের জোরালো সম্ভাবনা এবং নারী যুবদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে হবে।

১২। প্রাথমিক যোগ্যতা, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার

নিম্নোক্ত নির্দেশক নীতিমালার ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই ও চূড়ান্ত নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণের দায়িত্ব IGSC পালন করবে:

(ক) বাংলাদেশের যে কোনো এলাকা হতে প্রস্তাব দাখিল করতে পারবে (সুবিধাভোগী অবশ্যই EARN প্রকল্পভুক্ত ২৫০ টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে)

(খ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বৈধ নিবন্ধন, লাইসেন্স ও আইনগত দলিল থাকতে হবে;

(গ) প্রস্তাবে উল্লিখিত প্রত্যেক প্রত্যক্ষ উপকারভোগীকে ১৮–৩৫ বছর বয়সী যাচাইকৃত NEET যুব ও বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে; EARN প্রকল্পভুক্ত কোনো একটি উপজেলায় তাঁর স্থায়ী অথবা বর্তমান ঠিকানা থাকতে হবে; জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) সনদ থাকতে হবে; এবং সাধারণ উপকারভোগীর ক্ষেত্রে তাঁকে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে, তবে দুর্গম এলাকা অথবা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হলেই যথেষ্ট হবে;

(ঘ) প্রস্তাবটির বাস্তবায়নযোগ্যতা প্রমাণ করে এমন প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(ঙ) প্রস্তাবটির প্রাথমিক বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক অবকাঠামো থাকতে হবে;

(চ) আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে;

(ছ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা NEET যুবদের সহায়তা এবং দেশের অর্থনৈতিক সুফল; প্রস্তাবিত উপকারভোগী নারীর অংশ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং পিছিয়ে পড়া ও/অথবা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী; পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি; আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা; প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো; ইনোভেশন গ্র্যান্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/যৌথ উদ্যোগের আর্থিক সক্ষমতা; এবং প্রস্তাবের সামাজিক রীতিনীতি ও জলবায়ু-সংক্রান্ত দিক বিবেচনা করা হবে;

(জ) কৃষি (স্মার্ট কৃষি, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কজাতকরণ ও ফুলচাষসহ), আইসিটিভিত্তিক উদ্ভাবন, সৃজনশীল শিল্প এবং রপ্তানিমুখী বা আমদানি-বিকল্প শিল্পসহ উচ্চ সম্ভাবনাময় খাতকেন্দ্রিক প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শুধু প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রস্তাব অগ্রাধিকার পাবে না। প্রচলিত ও অতিসম্পৃক্ত পেশা যেমন সেলাই, সৌন্দর্যসেবা, মোবাইল ফোন মেরামত, হাঁস-মুরগি পালন এবং বসত বাড়িভিত্তিক বাগান সংক্রান্ত প্রস্তাবকে নিরুৎসাহিত করা হবে।

(ঞ) নীতিমালার আওতায় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত খাতসমূহ: (i) কৃষি ও স্মার্ট কৃষি; (ii) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি); (iii) সৃজনশীল শিল্প; (iv) ক্রীড়া খাত; (v) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প; (vi) ডিজিটাল ব্যবসা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ; এবং (vii) রপ্তানিমুখী ও আমদানি-বিকল্প শিল্প।

(ট) তবে প্রস্তাবিত উদ্যোগ বা প্রকল্পটি যদি সরকারি অথবা কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়নে কার্যক্রম চলমান থাকে, তবে সেই উদ্যোগ বা প্রকল্পের বিপরীতে আবেদন করা যাবে না।

(ঠ) প্রতিটি প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর NEET অবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা (DYD প্রতিনিধি) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে যাচাই করতে হবে।

(ড) যাচাই চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত প্রমাণ: (i) NEET অবস্থার প্রমাণ, (ii) NID/জন্মনিবন্ধন সনদ, (iii) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), (iv) স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির প্রত্যয়ন, (v) অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রমাণ, (vi) নিয়োগকর্তার সনদ/বেতন স্লিপ/ব্যাংক স্টেটমেন্ট/ব্যবসায়িক নিবন্ধন।

(ঢ) যাচাইকৃত তথ্যাদি MIS-এ আপলোড করতে হবে এবং যাচাই ছাড়া কোনো উপকারভোগীকে লক্ষ্যমাত্রায় গণনা করা হবে না।

১৩। নির্বাচন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

(ক) PMU উপকমিটি নির্ধারিত যোগ্যতা, মূল্যায়ন মানদন্ড এবং নম্বর বণ্টন কাঠামো অনুসারে প্রস্তাবসমূহ যাচাই ও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করবে;

(খ) প্রয়োজনীয় দলিল, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, কারিগরি ও আর্থিক বাস্তবায়নযোগ্যতা, পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি, জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি, ফলাফল কাঠামো এবং মাইলফলক যাচাই করা হবে;

(গ) সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রস্তাবসমূহ প্রয়োজনে Youth Innovation Pitching Event-এ উপস্থাপন করা হবে;

(ঘ) IGSC কারিগরি মূল্যায়ন, উপস্থাপন এবং যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত প্রস্তাব নির্বাচন করবে;

(ঙ) চূড়ান্ত নির্বাচনের পূর্বে প্রস্তাবে প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো সংশোধন বা পরিমার্জনের সুযোগ থাকবে না; আলোচনা (নেগোসিয়েশন) পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন IGSC বিবেচনা করতে পারে;

(চ) চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রযোজ্য সরকারি বিধি, প্রকল্প দলিল এবং অনুমোদিত প্রস্তাব অনুসারে সম্পন্ন হবে।

(ছ) অতিরিক্ত কেন্দ্রিকরণ পরিহারের লক্ষ্যে, ১২নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রতিটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত (কৃষি/স্মার্ট কৃষি, আইসিটি, সৃজনশীল শিল্প এবং রপ্তানিমুখী/আমদানি-বিকল্প শিল্প) থেকে প্রস্তাবের মান সাপেক্ষে কমপক্ষে একটি করে প্রস্তাব নির্বাচন নিশ্চিত করা হবে । যদি কোনো খাতে পর্যাপ্ত মানসম্মত প্রস্তাব না থাকে, তাহলে সেই খাতে প্রস্তাব নির্বাচন না করে অন্য খাতে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

১৪। বাস্তবায়ন, মাইলফলক ও অর্থছাড়

ক) অনুমোদিত ফলাফল কাঠামো, সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বাজেট ও মাইলফলক অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে;

খ) অর্থছাড়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মাইলফলক অর্জনের যথেষ্ট প্রমাণ, ব্যয়ের সমর্থক দলিল এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

গ) ইনোভেশন গ্র্যান্টের অর্থ নিম্নোক্ত হারে পরিশোধের জন্য বিবেচিত হবে: প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে: চুক্তি স্বাক্ষর, সূচনা প্রতিবেদন দাখিল ও অনুমোদনের পর ১০ শতাংশ; মাইলফলক অর্জনের বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মোট ৭০ শতাংশের সংশ্লিষ্ট অংশ (২০%, ২৫%, ২৫%) এবং কার্যসম্পাদন সমাপ্তির বিপরীতে ২০ শতাংশ;

ঘ) ত্রৈমাসিক মাইলফলক অবশ্যই যাচাইকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা (নারীর অংশসহ) এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার সূচকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে; MIS-এ যাচাইকৃত অর্জনের ভিত্তিতেই মাইলফলক ভিত্তিক অর্থছাড় বিবেচিত হবে;

ঙ) প্রমাণ অসম্পূর্ণ, অগ্রগতি বিলম্বিত, প্রতিবেদন অনুপস্থিত অথবা পরিপালনের ঘাটতি থাকলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অর্থছাড় করা হবে না; এবং

ঝ) PMU উপকমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক অথবা PMU ব্যবস্থাপনা অর্থছাড়ের অনুমোদন প্রদান করবে।

ঞ) IGSC প্রতি ছয় (৬) মাস অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বা আংশিক বাতিল করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখবে।

ত) MIS-এর তথ্যের ভিত্তিতে ছয় মাস অন্তর পর্যালোচনায় IGSC ২৫,০০০ NEET যুব (অন্তত ১৫,০০০ নারীসহ) সম্মিলিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দিলে IGSC প্রয়োজনে অব্যবহৃত বরাদ্দ অন্য সন্তোষজনক প্রকল্পে পুনঃবরাদ্দ অথবা অতিরিক্ত প্রস্তাব আহ্বান করতে পারবে।

১৫। পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন

ক) অনুমোদিত প্রকল্পকে সূচনা প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কার্যসম্পাদন সমাপ্তি প্রতিবেদন MIS-এ দাখিল করতে হবে;
খ) PMU অনুমোদিত ফলাফল কাঠামো, ও মাইলফলকের বিপরীতে অগ্রগতি যাচাই করবে;
গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের (DYD) প্রতিনিধি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উপকারভোগী যাচাই, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে PMU-কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন;
ঘ) MIS-এ প্রতিবেদনকৃত তথ্য মাঠ পর্যায়ের তদারকি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাঠ পরিবীক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে;
ঙ) উপকারভোগীর অনন্য পরিচিতি নম্বর (Unique ID), জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত তথ্য এবং বাস্তবায়ন-অগ্রগতি হালনাগাদ রাখতে হবে; এবং
চ) প্রতিটি মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত ও অর্থছাড়ের পূর্ণাঙ্গ তথ্য MIS-এ সংরক্ষণ করা হবে।

১৬। পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা

প্রত্যেক আবেদনকারী ও অনুমোদিত প্রস্তাবের EARN প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF), প্রযোজ্য আইন, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা এবং অনুমোদিত ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে। পরিপালনের ঘাটতি চিহ্নিত হলে PMU প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারবে।

১৭। স্বার্থের সংঘাত

কোনো নির্দিষ্ট আবেদনকারী অথবা অনুমোদিত প্রস্তাবের সঙ্গে উপকমিটির কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত, আর্থিক বা পেশাগত স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে তা সভাপতির কাছে ঘোষণা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের পর্যালোচনা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে হবে। ঘোষিত স্বার্থের সংঘাত সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অংশ 'ক'-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে IGSC-কে এবং অংশ 'খ' ও 'গ'-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক/PMU টিমকে জানাতে হবে। এখানে 'অংশ ক', 'অংশ খ' ও 'অংশ গ' যথাক্রমে পরিশিষ্ট-১-এর ৩.১ (নির্বাচন পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন), ৩.২ (মাইলফলক মূল্যায়ন) এবং ৩.৩ (গ্র্যান্ট প্রদান ও অর্থছাড়ের সুপারিশ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যক্রমকে নির্দেশ করে।

কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যার সঙ্গে IGSC অথবা PMU উপকমিটির কোনো সদস্যের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক (যেমন- চাকরি, নিয়োগ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যপদ বা অনুরূপ দায়িত্ব) রয়েছে, সেই সংস্থা নিজে আবেদনকারী হলে তা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের স্বার্থের সংঘাত হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বিষয়টি সভাপতির কাছে লিখিতভাবে ঘোষণা করতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের মূল্যায়ন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকবেন; প্রয়োজনে প্রকল্প পরিচালক/PMU উক্ত প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য বিকল্প মূল্যায়নকারী মনোনীত করতে পারবেন।

স্বার্থের সংঘাত পরিলক্ষিত হলে তা নিম্নরূপে মীমাংসিত হবে:

(ক) স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ: কোনো পরামর্শকের বিদ্যমান বা সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত পরিলক্ষিত হলে তা ক্রয়কারীকে জানাতে হবে।
(খ) নিরপেক্ষতা বজায় রাখা: পরামর্শককে ক্রয়কারীর স্বার্থ অগ্রাধিকার দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও পেশাগত পরামর্শ দিতে হবে।
(গ) পরামর্শক ও বাস্তবায়নকারীর ভূমিকার সংঘাত: একই প্রকল্পে পূর্বের কাজ বা পরামর্শের কারণে পরবর্তী ক্রয়কার্যে অযোগ্যতার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।
(ঘ) ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্ক: ক্রয়কার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে কোনো দরদাতা বা পরামর্শকের সংশ্লিষ্টতা থাকলে তা বিধি অনুযায়ী ঘোষণা ও বিবেচনা করতে হবে।

১৮। ক্ষমতার সীমা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

PMU উপকমিটি মূল্যায়ন ও পরিচালন সহায়তামূলক ভূমিকা পালন করবে; উপকমিটির চূড়ান্ত নির্বাচন বা অর্থছাড় অনুমোদনের ক্ষমতা থাকবে না। চূড়ান্ত নির্বাচন IGSC-এর এবং অর্থছাড় প্রকল্প পরিচালক/PMU ব্যবস্থাপনার এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

১৯। রেকর্ড সংরক্ষণ, নিরীক্ষা ও জবাবদিহি

আবেদন, মূল্যায়ন, কার্যবিবরণী অনুমোদন, চুক্তি, প্রতিবেদন, ব্যয়ের প্রমাণ, পরিবীক্ষণ ফলাফল এবং অর্থছাড় সংক্রান্ত সকল নথি প্রযোজ্য সরকারি বিধি ও প্রকল্পের রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নিরীক্ষা বা পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপনযোগ্য রাখতে হবে।

২০। ব্যাখ্যা, সংশোধন ও প্রাধান্য

(ক) এই নীতিমালার কোনো বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(খ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে এবং প্রকল্পের প্রয়োজনে এই নীতিমালার কোনো বিধান সংশোধন, সংযোজন বা পরিমার্জন করতে পারবে।

(গ) এই নীতিমালার কোনো বিধান প্রচলিত আইন, সরকারি আর্থিক বিধি, ক্রয়বিধি বা অনুমোদিত প্রস্তাব দলিলের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান প্রাধান্য পাবে।

২৮/১০/২০২৬

(মোঃ মাহফুজুল আলম খান)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

পরিশিষ্ট–১

ইনোভেশন গ্র্যান্ট নির্বাচন ও কার্যসম্পাদন মূল্যায়নের জন্য PMU উপকমিটির কার্যপরিধি

১। ভিত্তি ও উদ্দেশ্য

EARN ইনোভেশন গ্র্যান্ট (IG) বাস্তবায়ন কৌশলে ইনোভেশন গ্র্যান্ট নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিটিকে (IGSC) সহায়তা করার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের (PMU) অধীনে একটি উপকমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, PMU 'মাইলফলক ও অর্থছাড় -সংযুক্ত সূচকের অর্জন পরিবীক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।' নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহায়তা সংক্রান্ত ভূমিকা কৌশলপত্রে নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

> *'IGSC কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নে PMU-এর উপকমিটি IGSC-কে সহায়তা করবে; এবং IGSC সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে যথাযথ যৌক্তিকতাসহ চূড়ান্ত প্রস্তাব নির্বাচন করবে।'*

এই কার্যপরিধির (Terms of Reference - ToR) মাধ্যমে উক্ত PMU উপকমিটির- অতঃপর "উপকমিটি" হিসেবে উল্লিখিত- গঠন, কার্যাদেশ ও কার্যপদ্ধতিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। উপকমিটির কার্যাদেশ ইনোভেশন গ্র্যান্টের সম্পূর্ণ চক্রজুড়ে বিস্তৃত থাকবে:

- নির্বাচন পর্যায়ে প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নে সহায়তা করা;
- বাস্তবায়নকালে অনুমোদিত প্রস্তাবসমূহের মাইলফলকের অর্জন মূল্যায়ন করা; এবং
- উক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে গ্র্যান্ট প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সুপারিশ করা।

২। সভাপতি ও উপকমিটির গঠন

EARN প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (PD) উপকমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা এবং উপকমিটির সুপারিশসমূহ IGSC-এর কাছে উপস্থাপনের সার্বিক দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকবে। উপকমিটির গঠন নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সদস্য	উপকমিটিতে ভূমিকা
১	প্রকল্প পরিচালক (PD), EARN	সভাপতি
২	অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (APD)	সহসভাপতি- সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক(ডিপিডি)	সদস্যসচিব/সভাপতি /সহসভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন
৪	উপপরিচালক (DD), প্রশিক্ষণ ইউনিট সমন্বয়কারী	সদস্য - প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিচালন ও লজিস্টিক সমন্বয় এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞকে সহায়তা করবেন।
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের (DYD) প্রতিনিধি	সদস্য- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নীতি ও যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করবেন এবং IGSC-তে DYD নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন
৬	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট	সদস্য- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, বাস্তবায়নযোগ্যতা ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করবেন
৭	ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট	সদস্য- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, বাস্তবায়নযোগ্যতা ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করবেন
৮	ফাইন্যান্স/প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	সদস্য- নির্বাচন পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট, আর্থিক সক্ষমতা পর্যালোচনা এবং অনুমোদিত প্রস্তাবসমূহে অর্থের ব্যবহার ও ব্যয় যাচাই করবেন
৯	সিনিয়র মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিস্ট	সদস্য- ফলাফল কাঠামো ও মাইলফলক প্রণয়ন এবং অর্থছাড় -সংযুক্ত সূচক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত আবশ্যকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য যাচাই করবেন
১০	জেন্ডার অ্যান্ড সোশ্যাল স্পেশালিস্ট	সদস্য- ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নারী উপকারভোগীর লক্ষ্যমাত্রাসহ জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ যাচাই করবেন
১১	এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিস্ট	সদস্য- পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (ESMF) আওতাধীন ঝুঁকি ও প্রশমন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবেন
১২	MIS প্রতিনিধি (২ জন)	সদস্য- পোর্টালে তথ্য অন্তর্ভুক্তি, নথিপত্র এবং তথ্যের পূর্ণতা যাচাই করবেন

কোনো নির্দিষ্ট আবেদন চক্রে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের প্রকৃতি বিবেচনায় বিশেষ খাতভিত্তিক দক্ষতার যেমন আইসিটি, স্মার্ট কৃষি বা সৃজনশীল শিল্প প্রয়োজন হলে প্রকল্প পরিচালক PMU-এর অতিরিক্ত কারিগরি কর্মকর্তা অথবা স্বল্পমেয়াদি বিশেষজ্ঞকে উপকমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন। তবে এর ফলে সভাপতির সার্বিক জবাবদিহিতে কোনো পরিবর্তন হবে না।

৩। কার্যাদেশ ও দায়িত্ব

উপকমিটির কার্যাদেশ ইনোভেশন গ্র্যান্টের সম্পূর্ণ চক্রজুড়ে তিনটি অংশে বিভক্ত থাকবে:

- নির্বাচন পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন;
- অনুমোদিত/অর্থায়িত প্রস্তাবসমূহের মাইলফলক মূল্যায়ন; এবং
- মূল্যায়নের ভিত্তিতে গ্র্যান্ট প্রদান ও অর্থছাড়ের সুপারিশ।

৩.১ নির্বাচন পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন

ক) IGSC কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং IGSC-কে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে উপকমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

- EARN অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্ত সব প্রস্তাবের প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের জন্য IGSC কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ও নির্বাচন মানদন্ড এবং নম্বর বণ্টন কাঠামো প্রয়োগ করা;
- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার/পরামর্শক এর নেতৃত্বে প্রস্তাব দাখিল নির্দেশিকায় নির্ধারিত আবশ্যিক অংশ ও সহায়ক দলিল- যেমন নিবন্ধন, লাইসেন্স ও আর্থিক বিবরণী- অনুযায়ী প্রতিটি প্রস্তাবের পূর্ণতা যাচাই করা;
- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা, বাস্তবায়নযোগ্যতা এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রাথমিক কারিগরি যথার্থতা যাচাই করা;
- ফাইন্যান্স/সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট এর নেতৃত্বে প্রতিটি প্রস্তাবের আর্থিক সক্ষমতা ও বাজেটের বাস্তবসম্মততা পর্যালোচনা করা;
- জেন্ডার অ্যান্ড সোশ্যাল স্পেশালিস্ট এবং এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিস্ট এর নেতৃত্বে প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (ESMF) আওতাধীন ঝুঁকি ও প্রশমনব্যবস্থা পর্যালোচনা এবং জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা যাচাই করা;
- সিনিয়র মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিস্ট এর নেতৃত্বে প্রস্তাবিত ফলাফল কাঠামো, প্রধান মাইলফলক এর পরিমাপযোগ্যতা এবং ইনোভেশন গ্র্যান্টের অর্থছাড় -সংযুক্ত সূচক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন চক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য পর্যালোচনা করা;
- যুব উদ্ভাবন ধারণা উপস্থাপন অনুষ্ঠানের (Youth Innovation Pitching Event) আগে IGSC-এর কাছে দাখিলের জন্য নম্বর ও যৌক্তিকতাসহ একটি সমন্বিত সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- MIS প্রতিনিধিগন প্রস্তাব সমূহের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আগে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সব প্রস্তাব ও সহায়ক নথি MIS-এ সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচনের পর উপকারভোগী/প্রতিষ্ঠানের অনন্য পরিচিতি নম্বর (Unique ID) তৈরির কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি নিশ্চিত করা;
- উপকমিটি মূল্যায়নের নম্বরপত্র ও সমন্বিত কার্যবিবরণী প্রস্তুতিসহ IGSC-এর সভা এবং উপস্থাপন অনুষ্ঠানে সাচিবিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা; এবং
- কমিটি চূড়ান্ত নির্বাচনের পর আলোচনা (নেগোসিয়েশন) পর্যায়ে আবেদনকারীর সঙ্গে সম্মত সংশোধনী/পরিমার্জন প্রস্তাবে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না তা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে যাচাই করা।

৩.২ মাইলফলক মূল্যায়ন

খ) কোনো ইনোভেশন গ্র্যান্ট প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়নাধীন হলে উপকমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

- MIS-এ আপলোড করা প্রতিটি অনুমোদিত প্রস্তাবের সূচনা প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কার্যসম্পাদন সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা এবং সম্মত ফলাফল কাঠামো, ও মাইলফলকের বিপরীতে অর্জন যাচাই করা;
- MIS-এ প্রতিবেদনভুক্ত অগ্রগতির তথ্য EARN প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের তদারকি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাঠ পরিবীক্ষণ যাচাই তালিকার ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা;
- প্রতিটি অনুমোদিত প্রস্তাবের ইতঃপূর্বে ছাড় করা অর্থের ব্যবহার এবং ব্যয়ের সমর্থনে দাখিল করা প্রমাণপত্র পর্যালোচনা করা;
- অনুমোদিত প্রস্তাবে ESMF-এর অব্যাহত পরিপালন এবং প্রতিবেদনভুক্ত জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান যাচাই করা;
- অনুমোদিত প্রস্তাবের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মান ও অগ্রগতি মূল্যায়ন করা;
- MIS প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অনুমোদিত প্রস্তাবের উপকারভোগী পর্যায়ের তথ্য, অনন্য পরিচিতি নম্বর এবং জেন্ডার/অন্তর্ভুক্তিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান MIS-এ হালনাগাদ ও পূর্ণাঙ্গ রয়েছে কি না তা যাচাই করা; এবং
- পরবর্তী নির্ধারিত অর্থ পরিশোধের আগে অনুসরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিলম্বিত মাইলফলক, অনুপস্থিত প্রতিবেদন অথবা পরিপালনের ঘাটতি চিহ্নিত করা।

৩.৩ গ্র্যান্ট প্রদান ও অর্থছাড়ের সুপারিশ

গ) অংশ 'খ'-এর অধীন প্রতিটি মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর উপকমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

- সংশ্লিষ্ট কিস্তির অর্থছাড়ের জন্য মাইলফলক অর্জনের প্রমাণ যথেষ্ট কি না, সে বিষয়ে সমন্বিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রস্তুত করা। সংশ্লিষ্ট কিস্তিগুলো (১৪নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত হার অনুযায়ী) হলো:
- চুক্তি স্বাক্ষর, সূচনা প্রতিবেদন দাখিল ও অনুমোদনের পর ১০ শতাংশ
- ত্রৈমাসিক মাইলফলক অর্জনের বিপরীতে মোট ৭০ শতাংশের সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক অংশ; অথবা
- কার্যসম্পাদন সমাপ্তির বিপরীতে ২০ শতাংশ অর্থ পরিশোধ।
- মাইলফলক অর্জনের প্রমাণ অসম্পূর্ণ হলে অথবা মাঠপর্যায়ের তদারকি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কোনো উদ্বেগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত অর্থছাড় স্থগিত রাখার সুপারিশ করা;
- অনুমোদন ও পরবর্তী অর্থছাড় প্রক্রিয়াকরণের জন্য পূর্ণাঙ্গ সহায়ক প্রমাণসহ সুপারিশটি প্রকল্প পরিচালক/PMU ব্যবস্থাপনার কাছে দাখিল করা;
- সুপারিশটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নীতি ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত আবশ্যকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা নিশ্চিত করা; এবং
- প্রতিটি অনুমোদিত প্রস্তাবের সকল মূল্যায়ন ও অর্থছাড়ের সুপারিশের পূর্ণাঙ্গ তথ্য MIS-এ সংরক্ষণ করা।

৪। ক্ষমতার সীমা

- কার্যাদেশের কোনো পর্যায়েই উপকমিটির চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা থাকবে না।
- নির্বাচন পর্যায়ে উপকমিটির কার্যক্রমের ফল হবে সংক্ষিপ্ত তালিকা, নম্বর প্রদান ও যৌক্তিকতাসহ IGSC-এর কাছে উপস্থাপিত একটি সুপারিশ। চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও নির্বাচনের একক ক্ষমতা IGSC-এর কাছে সংরক্ষিত থাকবে।
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে উপকমিটির কার্যক্রমের ফল হবে প্রকল্প পরিচালক/PMU ব্যবস্থাপনার কাছে দাখিল করা মূল্যায়ন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত সুপারিশ। অর্থছাড়ের আগে কোনো অর্থ পরিশোধ অনুমোদন, স্থগিত অথবা সে বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাওয়ার ক্ষমতা প্রকল্প পরিচালক/PMU ব্যবস্থাপনার কাছে সংরক্ষিত থাকবে।